বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৮

সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)

সালন্দর, ঠাকুরগাও।
টেলিফোন নম্বরঃ ০৫৬১-৫২৬৪১, মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১৬-৭৪৯৭২৬
ই-মেইল: skstkg08@gmail.com

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) গ্রামীণ দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ হতে কাজ করে যাচ্ছে। এসকেএস বিশ্বাস করে একমাত্র সামাজিকভাবে সচেতন জনগোষ্ঠি সংগঠিত উপায়ে নিজস্ব সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের উন্নতি করতে সক্ষম। দরিদ্র জনগোষ্ঠির সাথে কাজ করতে গিয়ে আমাদের আমাদের এ বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে। আমাদের আরো বিশ্বাস জন্মেছে যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিতে পারলেই তারা চলতে পারে। আর এই বিশ্বাসকে পুঁজি করে এসকেএস অনবরত দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য তাদের সঠিক পথ দেখিয়ে চলছে। এই পথ দেখানোর কাজে এসকেএস এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠি।

সংস্থার সকল কর্মসূচী সফল বাস্তবায়নে সর্বস্তরের কর্মীদের দলগত কঠোর পরিশ্রম ও সততা, সংস্থার সাধারন, কার্যকরী ও উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা, স্থানীয় প্রশাসন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতাসহ দাতা ও অন্যান্য সহযোগি সংস্থার সহযোগিতা আমাদেরকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। দাতা ও সহযোগি সংস্থার মধ্যে ইউএসসিসি-বি, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভলপমেন্ট, ব্র্যাক, ইউএসসি কানাডা. বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন, হাইসাওয়া ফান্ড, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, গণ সাক্ষরতা অভিযান, সিএসএ ফর সান সহ অন্যান্য সকল সংস্থার আন্তরিক সহযোগিতা সংস্থার স্বীকৃতি ও সুনাম অর্জনে মূল ভূমিকা পালন করেছে। আর এই অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা ও সমর্থন, পরামর্শ, নির্দেশনা প্রদানের জন্য উল্লেখিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

এসকেএস এর বর্তমান কর্মসূচীর সাথে সকলকে পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যই আজকের এই বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৮। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এসকেএস অতীতের মত আগামীতে ও বিভিন্ন দাতা সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার সহ সকলের সহযোগিতা পাবে এবং দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে- ইন্‌শাল্লাহ্।

আগামী দিনের অনুপ্রেরণা ও কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীলতার লক্ষ্যে সকলের কাছে সু-পরামর্শ ও আন্তরিক সহানুভূতি কামনা করছি।

সকলের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আম্বিয়াতুন জান্নাত
নির্বাহী পরিচালক

বার্ষিক প্রতিবেদন–২০১৮

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	ভূমিকা, সংস্থার নিবন্ধন, ভিশন, মিশন, লক্ষ্য	০১
০২	সংস্থার উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ	০২
০৩	অন্যান্য সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা, সহযোগি সংস্থা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো	০৩
০৪	সংস্থার ভোগলিক কর্মএলাকা, কর্মএলাকা বিন্যাস, স্টাফ সংক্রান্ড় তথ্য, উপকারভোগী সংক্রান্ড় তথ্য	০৪
০৫	সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিস সমূহের ঠিকানা	০৫
০৬	সংস্থার আওতাধীন চলমান প্রকল্পসমূহ	০৬
০৭	এসওএস প্রকল্প	০৬
০৮	উপানুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী	১০
০৯	অপরাজিতা (নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন) প্রকল্প	১৩
১০	ভিজিডি কর্মসূচী	১৫
১১	সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প	১৭
১২	অ্যাডভোকেসি ও ক্যাম্পেইন কর্মসূচী	১৯
১৩	আইজিএ (সৃজনী) প্রকল্প	২২
১৪	কর্মসূচীর মূল্যায়ন	২৩

বার্ষিক প্রতিবেদন–২০১৮

ভূমিকাঃ

সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) ঠাকুরগাও জেলার একটি স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। সংস্থার কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এসকেএস এর বর্তমান নির্বাহী প্রধান আম্বিয়াতুন জান্নাত, আরডিআরএস-বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে দেড় যুগেরও অধিক কাজ করার বাস্ড়ব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। নিজের এলাকায় মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে এলাকার দারিদ্র পীড়িত, কু-সংস্কারাচ্ছন্ন, লুণ্ঠিত মানবাধিকার ও অবহেলিত নারী এবং শিশুদের অভাব অভিযোগ স্বচক্ষে দেখে তিনি ব্যাথিত হয়ে উঠেন। কিন্তু নিজের স্বল্প ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের মধ্যে থেকে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে তার অবদান সীমিত বলে মনে হত। কর্মএলাকার যখনই কোন মানব সেবার প্রত্যয় নিয়ে তিনি অগ্রসর হতেন, তখনই ফ্রেমে বাধা কর্মসূচী আর প্রশাসনিক জটিলতায় তার সে বাসনা অপূর্ণ থেকে যেত। তাই অপূর্ণ মনের বাসনাকে স্বাধীনভাবে রুপ দিতে ১৯৯৫ সালে সালন্দর গ্রামের একদল শিক্ষিত নিবেদিত যুবকের সাথে একাত্ব হয়ে সালন্দর গ্রামের নিভৃত পল- ীতে এসকেএস এর যাত্রা শুরু হয়। সংস্থার শুরুতেই নিজস্ব উদ্যোগে একটি নার্সারী প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেখানকার উৎপাদিত চারা গরীব দুঃখীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করে দরিদ্র পরিবারগুলিকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন প্রাপ্ত হলে গ্রামের মহিলাদের সংগঠিত করে বৃক্ষরোপন ও সজি চাষ বিষয়ক প্রকল্প গ্রহন পূর্বক একটি মাত্র শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধন প্রাপ্ত হলে অবহেলিত দারিদ্র গ্রামীণ নারী-পুরুষ, কিশোরী ও শিশুদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, আর্থিক স্বাবলম্বিতা সৃষ্টি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা হয় এবং বর্তমানে ০৩ টি জেলায় এসকেএস ০৬ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে ভূমিহীন, বিত্তহীন, দরিদ্র কিশোর-কিশোরী , নারী, পুরুষদেরকে সংগঠিত করার মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী ছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

সংস্থার আইনগত বৈধতা/ রেজিষ্ট্রেশনঃ

ক্রমিক নং	রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ	রেজিষ্ট্রেশন নম্বর	তারিখ
০১	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	১৩২৭	২৭/১২/৯৮
০২	সমাজসেবা অধিদপ্তর	ঠাক-০৭/৯৬	১৭/১১/৯৬
০৩	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	ঠাক-৬২	১৮/১২/২০১১

সংস্থার ভিশনঃ

এস.কে.এস এর লক্ষ্য হলো দারিদ্রমুক্ত এমন এক সমাজ গঠনের, যেখানে মানবাধিকার সংরক্ষিত থাকবে, মানুষ আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে আত্মমর্যাদা লাভ করবে এবং সমাজের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে।

মিশন:

দরিদ্র জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করা এবং তাদের অংশগ্রহন ও মতামতের ভিত্তিতে একাত্ম হয়ে কাজ করা।

সংস্থার লক্ষ্য:

দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষকে সংগঠিত করে সচেতনতার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন, সমাজে দরিদ্র ও নারীর মতায়ন ও সুশাসনের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা।

বার্ষিক প্রতিবেদন–২০১৮

সংস্থার উদ্দেশ্যঃ

- ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ।
- অবহেলিত মহিলা-পুর"ষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
- সচেতনতা, শিক্ষা ও চর্চার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা প্রদান।
- দৈব দূর্বিপাকে সাহায্য-সহযোগিতা করণ।
- দারিদ্র দূরীকরণ ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা।
- জেন্ডার সমতা, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
- অসহায়/অবহেলিত দরিদ্র মানুষের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে সহায়তা করা।
- নারী ও পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- যৌতুক, তালাক, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কল্পে বিভিন্ন প্রকারের পদক্ষেপ গ্রহণ ও জনগণকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ।
- বৃক্ষরোপন ও সামাজিক বনায়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে সহায়তা করা।
- উপকার ভোগিদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালু করা ।
- কিশোর-কিশোরীদের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া
- শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের সাক্ষর করা
- ভূমির উর্বরতা রক্ষার জন্য জৈব বৈচিত্র কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো
- বিভিন্ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অবহেলিত গ্রামীণ জনগণের স্বাবলম্বী করা
- ঝুকিঁপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা
- গ্রামীণ জনগণের বিশুদ্ধ পানীয় জল ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
- স্থায়িত্বশীল কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তাকরণ
- স্থানীয়, জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা

মূল্যবোধঃ

- পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ
- সততা ও শৃংখলা
- সততা ও বিশ্বস্ততা
- ভাল কাজের স্বীকৃতি
- অংশগ্রহন ও মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া
- সময়ানুবর্তিতা
- জেন্ডার সংবেদনশীলতা
- সমতা ও ঐক্য
- সমন্বিত মানবিক উন্নয়ন

অন্যান্য সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততাঃ

- এনজিও সেল- ঠাকুরগাঁও
- দক্ষিন এশীয় খাদ্য নিরাপত্তা ফোরাম
- ক্লিন নেটওয়ার্ক
- গণ সাক্ষরতা অভিযান
- দূর্বার নেটওয়ার্ক
- নারী উদ্দ্যোগ
- শিশু অধিকার ফোরাম
- নর্থ এগ্রোবায়োডাইভারসিটি ফোরাম
- সিভিল সোসাইটি এলায়েন্স ফর স্কেলিং আপ নিউট্রিশন

সহযোগী সংস্থা ঃ

- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন
- ব্র্যাক
- ইউএসসি কানাডা -বাংলাদেশ
- স্টেপ্স টুয়ার্ডস ডেভলপমেন্ট
- নারীপক্ষ
- দূর্বার নেটওয়ার্ক
- হাইসাওয়া ফান্ড
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
- ইউএসসি-কানাডা
- সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এসএসইউএস)
- উদয়ঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)

এসকেএস এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোঃ

অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাধারন পরিষদই সংস্থার সর্বোচ্চ কাঠামো। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সমাজের প্রগতিশীল ২৫ জন সদস্য নিয়ে "এসকেএস" এর সাধারন পরিষদ গঠিত। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, বাজেট প্রনয়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট রিপোর্ট সাধারন পরিষদের সভায় গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাধারন পরিষদের সদস্যগণ প্রতি ২ বছর মেয়াদের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচন করেন। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক পদাধিকার বলে কার্যকরী কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে সংস্থায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই কাঠামো কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা, পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন ও মূল্যায়ন হয়।

নিম্নে নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের তালিকা দেয়া হল-

সদস্যের নাম	পদবী	পেশা	কমিটির মেয়াদ কাল
আফসারী বেগম	সভাপতি	গৃহিনী	২০১৭-২০১৮
আলেয়া বেগম	সহ- সভাপতি	চাকুরী	২০১৭-২০১৮
আম্বিয়াতুন জান্নাত	সদস্য সচিব/নির্বাহী পরিচালক	চাকুরী	২০১৭-২০১৮
শাহানাজ বেগম	কোষাধ্যক্ষ	গৃহিনী	২০১৭-২০১৮
আনোয়ারা বেগম	সদস্য	গৃহিনী	২০১৭-২০১৮
মনোয়ারা বেগম	সদস্য	গৃহিনী	২০১৭-২০১৮
এ কে এম হাবিবুর রহমান	সদস্য	চাকুরী	২০১৭-২০১৮

সংস্থার ভৌগলিক কর্মএলাকা ঃ

জেলাঃ ০৪ টি উপজেলাঃ ০৬ টি ইউনিয়নঃ ৫৩ টি গ্রামঃ ২৫৯ টি

কর্মএলাকা বিন্যাসঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম
০১	ঠাকুরগাঁও	সদর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ	৩৫ টি	১৮৮ টি
০২	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	০৫ টি	১৮ টি
০৩	পঞ্চগড়	বোদা	০৮ টি	২৩ টি
০৪	রংপুর	সদর	০৫ টি	৩০ টি
মোট	**০৪ টি**	**০৬ টি**	**৫৩ টি**	**২৫৯ টি**

স্টাফ সংক্রান্ত তথ্যঃ

এসকেএস শুরু থেকেই দক্ষ ও প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত স্টাফ দ্বারা সকল কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে। নিম্নে বর্তমানে কর্মরত স্টাফ সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করা হলো-

পুরুষ	মহিলা	মোট
৩৩৭ জন	৩১৯ জন	৬৫৬ জন

উপকারভোগী সংক্রান্ত তথ্যঃ

সার্বিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, আর্থিকভাবে অনগ্রসর এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত নারী, পুরুষ, কিশোর-কিশোরী এবং শিশুরাই সংস্থার লক্ষিত উপকারভোগী। এদের মধ্যে দরিদ্র মহিলা, অতিদরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র কৃষক, আদিবাসি বিশেষভাবে উলে- খযোগ্য। নিম্নে বর্তমানে উপকারভোগীদের তথ্য উলে- খ করা হলো-

পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট
১৭৩৬০	২৬৯৫০	৪৮৬০	৪৯১৭০

সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিস সমূহের ঠিকানা ঃ

এসকেএস প্রধান কার্যালয়

সালন্দর, ঠাকুরগাঁও
টেলিফোন নং- ০৫৬১-৫২৬৪১, মোবাইল নং- ০১৭১৬৭৪৯৭২৬
ই-মেইল: skstkg08@gmail.com

শাখা অফিস সমূহঃ

বীরগঞ্জ এলাকা অফিস
মুক্তা কুঞ্জ, বাড়ী নং-২০০
সুজালপুর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর
মোবাইল নং- ০১৭৩৭৩৫৯২৮৮

মন্ডলপাড়া শাখা অফিস
মন্ডলপাড়া, সালন্দর
ডাকঘর- সালন্দর, উপজেলা- ঠাকুরগাঁও
সদর, জেলা- ঠাকুরগাঁও।
মোবাইল নং- ০১৭১৮৬৮০৯৪৮

এসকেএস বালিয়াডাঙ্গী এলাকা অফিস
গ্রামীণ টাওয়ারের পার্শ্বে,
ডাকঘর- বালিয়াডাঙ্গী,
উপজেলা-বালিয়াডাঙ্গী, জেলা- ঠাকুরগাঁও।
মোবাইল নং- ০১৭১৯৫৪১৬৮২

এসকেএস প্রকল্প অফিস
সালন্দর পাঁচপীরডাঙ্গা
জন মার্টিন ট্রেনিং কমপ্লেক্স,
ডাকঘর- সালন্দর,
উপজেলা-সদর, জেলা- ঠাকুরগাঁও।
মোবাইল নং- ০১৭২৪১৬২৭৮১
ই-মেইল: nargish1973@gmail.com

এসকেএস আঞ্চলিক অফিস
রোড নম্বর: ০৩, বাসা নং-৪১, ব্লক-বি

কেল্লাবন্দ, সিও বাজার,
রংপুর
মোবাইল নং- ০১৭১০-৬০৭২০০

সংস্থার চলমান প্রকল্পসমূহ ঃ

- Seeds of Survival (SoS) Program
- এনএফপিই- ইএসপি
- অপরাজিতা (নারী রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন)
- সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প
- অ্যাডভোকেসি ও ক্যাম্পেইন কর্মসূচী
- মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (বিএলপি)
- আইজিএ (সৃজনী) প্রকল্প

সংস্থার চলমান কর্মসূচীর ধারাবাহিক বর্ননা ঃ

প্রকল্পের নামঃ Seeds of Survival (SoS) Program

এটি একটি ফরেন ডোনেশন প্রকল্প। বাংলাদেশের জলবায়ু বর্তমানে চরমভাবাপন্ন। আর এই জলবায়ুগত সমস্যার বহুবিধ কারণের মধ্যে রাসায়নিক কৃষির প্রচলন অন্যতম। রাসায়নিক কৃষির সাথে পাল্লা দিয়ে হাইব্রিড বীজের ব্যবহারের ফলে দেশী জাতের স্থানীয় বীজ হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই এই প্রকল্পের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে জলবায়ুর বৈরীভাব প্রশমন, স্থানীয় জাতের বীজের উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ মাটি ও মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সহ নির্মল পরিবেশ সৃষ্টির প্রত্যয় নিয়ে সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) ইউএসসি কানাডার আর্থিক সহযোগিতায় এই প্রকল্পটি ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার সালন্দর ও গড়েয়া ইউনিয়ন এবং পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার মাড়েয়া ও ব্যাংহারী ইউনিয়নের ৬৭০০ টি উপকারভোগি পরিবার নিয়ে মে-২০১৫ খ্রিঃ হতে এপ্রিল-২০১৯ খ্রিঃ সময়ের জন্য এ প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

গ্রামীন যুবা কৃষক-কৃষানীর বাসস্থান, খাদ্য, পুষ্টি ও বীজ নিরাপত্তার উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- নারী, পুরুষ এবং যুবাদের খাদ্যের (পরিমান ও গুনে) প্রাপ্যতা বাড়ানো
- কৃষি পরিবেশ সম্মতভাবে ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষি বৈচিত্রতা ও উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানো
- গ্রামীণ নারী, পুরুষ এবং যুবাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উন্নয়ন ঘটানো
- সরকারী এজেন্সি, এনজিও, কৃষক সংগঠন এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলোর মাধ্যমে প্রকল্পের উন্নয়ন ফলাফলগুলোর উন্নতি সাধন করা
- বীজ ও অন্যান্য উচ্চ মূল্য সম্পন্ন এগ্রোবায়োডাইভারসিটি প্রডাক্টসমূহ বাজারজাত করনে কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটনো

- গ্রামীণ নারী ও যুবাদের নেতৃত্ব শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সম্পদে অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা
- নতুন প্রযুক্তি ও কলাকৌশল এবং শ্রেষ্ঠ চর্চাগুলো ডকুমেন্ট, বিশ্লেষণ এবং শেয়ার করার জন্য নারী, পুরুষ ও যুবা কৃষক এবং স্থানীয় সহযোগিদের সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো

প্রকল্পের মূলকাজ ঃ

- অর্গ্যানিক শাকসব্জী উৎপাদন
- অর্গ্যানিক শাকসব্জীর বীজ উৎপাদন
- ভারমি কম্পোষ্ট পীট/প্লান্ট স্থাপন
- অর্গ্যানিক মাঠ ফসলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন
- অংশগ্রহণমূলক ফসলের জাত বাছাই
- সীড মডেল কৃষক উন্নয়ন
- বীজ ব্যাংক কর্মকান্ড পরিচালনা
- জার্মপ্লাজম কনজারভেশন
- অর্গ্যানিক কৃষি মেলা/বীজ মেলার আয়োজন
- কৃষক প্রশিক্ষণ
- জেন্ডার সাম্যতা

প্রকল্পের কর্মকৌশল ঃ

- পিআরএর মাধ্যমে উপকারভোগি নির্বাচন
- ফোর সেল এনালাইসিসের মাধ্যমে বীজের বৈচিত্রতা, প্রাপ্যতা, অবলুপ্ততা নির্নয় ও সংরক্ষনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ
- দলভিত্তিক পাক্ষিক সেশন পরিচালনা
- কৃষক, গবেষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীর অংশগ্রহনে এলাকার উপযোগি জাত নির্বাচন
- জৈব কীটনাশক, জৈব রোগনাশক এর মাঠ প্রদর্শন ও বাড়ি বাড়ি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- বীজ ব্যাংক স্থাপন ও বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির বীজ সংরক্ষন ও পরিবর্ধন
- বাড়ি বাড়ি জৈব উপায়ে শাকসব্জীর বাগান নিশ্চিতকরণ
- স্থানীয় জাতের বীজের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য বীজ মডেল কৃষক তৈরী
- বীজ মডেল কৃষকদের এলাকার রিসোর্স পারসন হিসাবে গড়ে তোলা
- সীড নেটওয়ার্ক /ফোরাম গঠনের মাধ্যমে বীজ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মএলাকায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সদস্যদের উপযোগি করে তোলা।

এসওএস প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচীর আলোকচিত্র

লক্ষিত জনগোষ্ঠিঃ

১৫- ৩০ বছর বয়সের দারিদ্র গ্রামীণ যুবা নারী- পুরুষ কৃষক এবং তাদের পরিবার। মোট উপকারভোগী পরিবার ৬৭০০ টি ।

এসওএস প্রকল্পের (২০১৭-১৮) অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচী ঃ

- কৃষক প্রশিক্ষণ : ১৪ ব্যাচে ৪১০ জন।
- অংশগ্রহনমূলক ফসলের জাত নির্বাচন প্লট স্থাপনঃ ১৮ টি
- জিও-এনজিও- ফারমার কলাবোরেশন কর্মশালা: ০২ টি
- কৃষক মাঠ দিবস: ০২ টি
- মার্কেট একটর কর্মশালা: ০২ টি
- দলীয় মিটিং : ৮৪০ টি
- পরিবেশ মেলা : ০২ টি
- জৈব মেলা : ০২ টি
- ভারমি কম্পোষ্ট পীট স্থাপন: ৮০ টি
- কিচেন গার্ডেনিং : ৪০০ টি
- আদিজাত ফসলের জার্মপ্লাজম কনজারভেশন প্লট স্থাপনঃ ২০ টি
- স্থানীয় জাতের বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ঃ ২০ টি
- কমিউনিটি জেন্ডার ওরিয়েন্টেশন ঃ ২০ টি
- বীজ মডেল কৃষক তৈরী ঃ ৩০ জন
- ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গ্রুপ রিয়েন্টেশন ঃ ২৮ টি

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয়িত অর্থের পরিমান ঃ

৩৮,০২,৪৮০.০০ (আটত্রিশ লক্ষ দুই হাজার চারশত আশি টাকা মাত্র)

কর্মসূচীর প্রভাবঃ

এই প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে নিম্নলিখিত আউটপুট গুলি পরিলক্ষিত হয়-

- কর্মএলাকার জমির উর্বরতা বেড়েছে।
- কর্মএলাকার স্থানীয় জাতের বীজের সহজপ্রাপ্যতা বেড়েছে
- জৈব পদ্ধতিতে পোকামাকড় ও রোগজীবানু দমন পদ্ধতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- স্থানীয় জাতের শাকসব্জীর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বসতবাড়িতে জৈব পদ্ধতিতে শাকসব্জী উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জৈব শাকসব্জী বিক্রি করে যুবা নারীদের আয় বেড়েছে।

পরিদর্শকঃ

ইউএসসি কানাডা এর এশিয়া অঞ্চলের প্রোগ্রাম ম্যানেজার কেট গ্রিন, প্রোগ্রাম স্পেশালিষ্ট -ড: প্রতাপ কুমার শ্রেষ্ঠ, ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্টর-মিস লি টেম্পার, ডেপুটি নির্বাহী পরিচালক মার্টিন সেটেল, ঠাকুরগাঁও কৃষি গবেষণার উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব ডঃ ওবায়দুল হক ছাড়াও স্থানীয় এবং দেশী পর্যায়ের অনেক পরিদর্শক আলো প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং এই কর্মকান্ড ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক আকারে সম্প্রসারণের জন্য প্রতিবার্তা ও দিক নির্দেশনা দেন।

উপানুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী (এনএফপিই- ইএসপি) ঃ

এটি ব্র্যাক এর সহায়তায় পরিচালিত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পটি ঠাকুরগাও সদর উপজেলার ০৭ টি ইউনিয়ন যথাক্রমে শুখানপুকুরী, আউলিয়াপুর, গড়েয়া, বালিয়া, রহিমানপুর, চিলারং এবং জগন্নাথপুর এ পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ ইং সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য ২৬ টি স্কুল পরিচালনার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। প্রতিটি স্কুলে ৩০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এসকল শিক্ষার্থীর বয়স ৫ থেকে ৮ বছর।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা মডেল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের প্রতন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

ইএসপি'র বৈশিষ্ট্যঃ

- এনজিও দ্বারা পরিচালিত
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিপূরক
- পরিমিত শ্রেনীকক্ষ ব্যবহার
- মেয়ে শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার
- কর্মসূচী ব্যবস্থাপনায় মহিলা ও আদিবাসিদের অগ্রাধিকার
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বাড়ানো, ঝড়েপড়ার নিহার ও শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর সাফল্য অর্জন।
- ভাষা শিক্ষাদানে শব্দক্রমিক পদ্ধতির ব্যবহার
- সহপাঠক্রমিক কাজকে পাঠ্যবিষয়সমূহের মতো সমান গুর"ত্ব আরোপ
- শিক্ষার্থীর শিক্ষার্থীর নিজস্ব ভাষার ব্যবহারকে উৎসাহ প্রদান
- সকল শিক্ষার্থীর ইতিবাচক ধারনার উন্নয়নে সর্বাত্ত্বক প্রচেষ্টা চালানো
- সকল বিষয়ে যুক্তিসংগত নমনীয়তা প্রদর্শন
- শিশুদের আঁকা ছবিতে প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

সামাজিক অংশগ্রহনের মাধ্যমে স্কুল কর্মসূচী পরিচালনাঃ

শিক্ষা কর্মসূচী পরিচালনায় কমিউনিটির অংশগ্রহন খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। সমাজের সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে কমিউনিটি প্রধান, ইউপি সদস্য, চেয়ারম্যান এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের অংশগ্রহন ব্যতিত কোন কর্মসূচীই সফল হতে পারে না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এসকেএস এর শিক্ষা কার্যক্রমে কমিউনিটির অংশগ্রহন অধিকতর গুর"ত্ব বহন করে। নিম্নলিখিতভাবে কমিউনিটির লোকজনকে এই কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়-

- প্রত্যেক স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের নিয়ে একটি স্কুল কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্যরা সাধারণভাবে স্কুলের দেখাশোনা করে থাকেন এবং প্রতিমাসে অভিভাবক সভায় উপস্থিত থাকেন।
- স্কুল কমিটির কাজ হলো গ্রামবাসিদের শিক্ষা সম্পর্কে বোঝানো এবং উৎসাহ প্রদান করা যাতে অভিভাবকগণ তাদের ছেলেমেয়েদের সঠিক সময়ে ও নিয়মিতভাবে স্কুলে পাঠান। এছাড়া সমাজিক কোন সমস্যা হলে তার সমাধান করা।
- একজন সদস্য সপ্তাহে অন্ড়ত ১ (এক) দিন সংশি- ষ্ট স্কুলে গিয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, স্কুল ঘরের আশেপাশের পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সদস্যই একজনের পর আর একজন এ দায়িত্ব পালন করেন।
- স্কুল কমিটির সদস্যগণ অবশ্যই অভিভাবকসভায় উপস্থিত থাকেন।

একনজরে নিম্নে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর তালিকা দেয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়ের নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপস্থিতির হার	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা (জন)		
					ছাত্র	ছাত্রী	মোট
০১	সরকারপাড়া উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	কালিকাগাঁও	শুখানপুখুরী	১০০%	১২	১৮	৩০
০২	বাংরোড উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	বাংরোড	শুখানপুখুরী	১০০%	১০	১৯	২৯
০৩	বামনপাড়া উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	কালিকাগাঁও	শুখানপুখুরী	১০০%	১২	১৮	৩০
০৪	গোপালপুর উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	গোপালপুর	গড়েয়া	১০০%	১০	২০	৩০
০৫	বানিয়াপাড়া উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	গোপালপুর	গড়েয়া	৯৮%	১০	২০	৩০
০৬	মোল্লাপাড়া উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	লাউথুতি	শুখানপুখুরী	১০০%	১২	১৭	২৯
০৭	কনপাড়া উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	সাসলাপিয়ালা	আউলিযাপুর	৯৮%	০৯	১৯	২৮
০৮	জলপাইতলা উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	সাসলাপিয়ালা	আউলিযাপুর	৯৫%	১০	২০	৩০
০৯	বাসুদেবপুর উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	বাসুদেবপুর	জগন্নাথপুর	৯৮%	০৯	১৯	২৮
১০	খাগড়াবাড়ি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	খাগড়াবাড়ি	জগন্নাথপুর	৯৫%	১০	২০	৩০
১১	আলমপুর উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	আলমপুর	জগন্নাথপুর	১০০%	১২	১৭	২৯
১২	চন্ডিপুর উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	চন্ডিপুর	জগন্নাথপুর	১০০%	১০	২০	৩০
১৩	কামাতপাড়া উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	সিংগীয়া	জগন্নাথপুর	১০০%	০৯	২০	২৯
১৪	উরাওপাড়া উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	জগন্নাথপুর	জগন্নাথপুর	১০০%	১০	২০	৩০
১৫	বারোপাড়া উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়	জগন্নাথপুর	জগন্নাথপুর	১০০%	১১	১৮	২৯
১৬	সারিয়ামতলা	মাটিগাড়া	গড়েয়া	৯৮%	১০	২০	৩০
১৭	বারঘরিয়া	চিলারং	চিলারং	১০০%	১২	১৭	২৯
১৮	মন্ডল পাড়া	সালন্দর	সালন্দর	৯৮%	০৯	১৯	২৮
১৯	ডাঙ্গা পাড়া	আরাজি কৃষ্ণপুর	সালন্দর	৯৫%	১০	২০	৩০
২০	মাদারগঞ্জ	মাদারগঞ্জ	আউলিযাপুর	৯৮%	০৯	১৯	২৮
২১	মোলানী	মোলানী	চিলারং	৯৫%	১০	২০	৩০
২২	কচুবাড়ি কাজী পাড়া	কচুবাড়ি	আউলিযাপুর	১০০%	১২	১৭	২৯
২৩	সালন্দর শাহা পাড়া	সালন্দর	সালন্দর	১০০%	১০	২০	৩০
২৪	কশালবাড়ি	বড়বাড়ি	বড়গাঁও	১০০%	০৯	২০	২৯
২৫	শাহা পাড়া	শাহা পাড়া	সালন্দর	১০০%	১০	২০	৩০
২৬	বগুলা ডাঙ্গী	বগুলা ডাঙ্গী	আউলিযাপুর	১০০%	১১	১৮	২৯
মোট	২৬ টি	২১ টি	০৮ টি		২৬৬	৪৯৭	৭৬৩

এই বছরে বাস্ড়বায়িত কর্মকান্ডসমূহের তালিকা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হল-
অভিভাবক সভা = ১৮০ টি
মাসিক রিফ্রেসার্স মিটিং = ১৮০ টি
ইস্যুভিত্তিক আলোচনা = প্রতি কেন্দ্রে ৩৬টি করে
সাপ্তাহিক মূল্যায়ন = প্রতি কেন্দ্রে ৪৮ টি করে
ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন = ৪৮ টি
ষান্মাসিক মূল্যায়ন = প্রতি কেন্দ্রে ০২ বার করে।
বাৎসরিক মূল্যায়ন = প্রতি কেন্দ্রে ০১ বার

চলতি অর্থবছরে (২০১৭-১৮) প্রকল্পের মোট ব্যয় ঃ
১২,৮৭,১৮৬.০০ (বার লক্ষ সাতাশি হাজার একশত ছিয়াশি টাকা মাত্র)।

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর বিভিন্ন কর্মসূচীর আলোকচিত্র

প্রকল্প ঃ অপরাজিতা (নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন) প্রকল্প

এটি স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভলপমেন্ট এর অব্যাহত সহযোগিতায় জানুয়ারী ২০১৫ খ্রিঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের জন্য জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়ক একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পটি মূলত নারী অধিকার ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ
নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে শহর ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগনকে মান সম্মত ও নারী বান্ধব সেবা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা।

উদ্দেশ্যঃ
১। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত এবং সম্ভাব্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতায়ন নারী পুরুষের সমতা এবং দরিদ্র বিমোচনের স্থানীয় সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা ।
২। আইনগত বিধান সমূহ রাজনৈতিক অধিকার এবং জনগনের মাতামত, নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়নের পক্ষে কাজ করা এবং স্থানীয় সেবা প্রাপ্তিতে সম অধিকার নিশ্চিত করা।
৩। নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের জন্য সরবরাহকৃত তথ্য ও পরামর্শ প্রদান ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

কর্মএলাকাঃ
ঠাকুরগাও সদর উপজেলার সালন্দর ও আউলিয়াপুর ইউনিয়ন।

প্রকল্প ব্যয় (২০১৭-১৮) ঃ

৩,৪৯,৭৫০.০০ (তিন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)।

প্রকল্পের প্রাথমিক স্টেক হোল্ডারঃ
অপরাজিতা = ৩০ জন

এক নজরে এসকেএস কর্তৃক এ প্রকল্পে গৃহীত (জুলাই,১৭ হতে জুন,১৮ পর্যন্ত) মূল কর্মকান্ড সমূহ ঃ

- নব নির্বাচিত ইউপি সদস্য ও সচিবদের একদিনের ওরিয়েন্টেশন ঃ ২ টি
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পরিকল্পনা ও সেবাসমূহ মনিটরিং ঃ ০৪ টি
- সম্ভাব্য ইউপি প্রার্থীদের কোচিং ও মেন্টরিং ঃ ০৪ টি
- অপরাজিতাদের সাথে ইউপি প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে ওয়ার্ডসভা ঃ ০৬ টি
- জেন্ডার রেসপন্সিভ এডুকেশন টিমের সাথে দ্বিমাসিক সভাঃ ২৪ টি
- অপরাজিতাদের মাসিক সভাঃ ২৪ টি
- অপরাজিতাদের ওরিয়েন্টেশন ঃ ০২ টি
- যৌন হয়রানীর বিরুদ্ধে মানব বন্ধন ঃ ০২ টি
- জিসিএদের সাথে মতবিনিময় সভা ঃ ০৬ টি
- ইউনিয়ন পরষদের সাথে বাজেট প্রণয়ন সভা ঃ ০২ টি
- তথ্য কেন্দ্রে সাথে মতবিনিময় সভা ঃ ০২ টি

অপরাজিতা প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচীর আলোকচিত্র

কর্মসূচীর প্রভাবঃ

- এ বছরে সামাজিক উদ্যোক্তাগণ এ পর্যন্ত নিজ উদ্যোগে মোট ০৮ টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করেছে।
- সালন্দর ও আউলিয়াপুর ইউনিয়নে এনএনপিসি সক্রিয় হয়ে কাজ করছে।
- স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দিতা বৃদ্ধি পেয়েছে
- সালন্দর ও আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলি সক্রিয় হয়েছে।
- নারীরা তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়েছে।
- কর্মএলাকায় পারিবারিক নির্যাতন হ্রাস পেয়েছে।
- কর্মএলাকায় ঈভটিজিং হ্রাস পেয়েছে।
- নারী উপকারভোগীদের ইউনিয়ন পরিষদ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের নাম:

সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প

এটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহায়তায় এসকেএস পরিচালিত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পটি ঠাকুরগাও সদর উপজেলার সালন্দর ইউনিয়নে পরিচালিত হচ্ছে এবং ২০১০ সালের জুলাই হতে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত সময়ের জন্য (৭ম সাইকেল) এ প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের সরাসরি মোট উপকারভোগী সংখ্যা ১০০ জন নারী এবং পরোক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা ৩০০ জন।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

লক্ষ্যভুক্ত নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

উদ্দেশ্যঃ

- দরিদ্র নারীদের ০৬ মাস ব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত করা।
- সামাজিক ইস্যুবিষয়ে (বাল্যবিবাহ, যৌতুক, তালাক, বিবাহ নিবন্ধন, পরিবেশ ইত্যাদি) কর্মএলাকার জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা

লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠিঃ

১৫-৩০ বছর বয়সের ১০০ জন দারিদ্র যুবা নারী ও তাদের পরিবারের মহিলা সদস্য।

প্রকল্প কর্মএলাকা:

জেলার নাম	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম
ঠাকুরগাঁও	সদর	সালন্দর	সালন্দর, আরাজি শিংপাড়া. শিংপাড়া, আরাজি কৃষ্ণপুর

প্রকল্পের মূল কাজ:

১. ১০০ জন দরিদ্র নারীকে ০৬ মাস ব্যাপী হাতে নাতে দর্জি প্রশিক্ষণ প্রদান
২. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীদের সাথে চাকুরীদাতা সংস্থার কার্যকরী লিংকেজের মাধ্যমে চাকুরীর ব্যবস্থাকরণ কিংবা ঋণপ্রদানকারী সংস্থার সাথে লিঙ্কেজের মাধ্যমে আইজিএ গ্রহণে সহয়াতাকরণ।
৩. কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখিত প্রকল্পের মাধ্যমে (২০১৭-১৮) অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচী ঃ

- ৫০ জন দরিদ্র নারীকে ৬ মাস ব্যাপী দর্জি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ।
- ১২ টি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা মিটিং সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ০২ লিংকেজ স্থাপন বিষয়ক কর্মশালা করা হয়েছে।
- ২৫ জন অতি দরিদ্র নারীকে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

কর্মসূচীর প্রভাবঃ

এই প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্ড়বায়নের ফলে নিম্নলিখিত আউটপুট গুলি পরিলক্ষিত হয়-

- প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ৫০ জন নারী দৈনিক গড়ে একশত পঞ্চাশ টাকা হারে আয় করছে।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০ জন কিশোরী বিভিন্ন গার্মেন্টেসে চাকুরীর সুযোগ পেয়েছে।
- কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুভিত্তিক বিষয় যেমন- বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- এলাকায় বাল্যবিবাহের হার হ্রাস পেয়েছে।

এই প্রকল্পে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণঃ

২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ টাকা মাত্র)

সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আলোকচিত্র

অ্যাডভোকেসি ও ক্যাম্পেইন কর্মসূচীঃ

স্কুলে ভর্তি, স্কুল ঝড়েপড়া রোধ এবং শিক্ষা সমাপন বিষয়ে ক্যাম্পেইন কর্মসূচী ঃ

এটি গণসাক্ষরতা অভিযান এর সহযোগিতায় পরিচালিত একটি ক্যাম্পেইন কর্মসূচী। সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) জন্মলগ্ন থেকেই অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সাথে শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন রকমের শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করছে। সম্প্রতি গণসাক্ষরতা অভিযান এর সাথে এসকেএস শিশুদের স্কুলে ভর্তি, ঝরেপড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষায় সমাপন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ক্যাম্পেইন কর্মসূচি আয়োজন করার লক্ষ্যে এক চুক্তিবদ্ধে আবদ্ধ হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- শিশুদের স্কুলে শতভাগ ভর্তিকরণ, ঝরে পড়া রোধ করা ও শিক্ষা সমাপ্তিকরণের বিষয়ে তৃর্ণমূল পর্যায়ের সমস্যাগুলো সবার সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে শতভাগ শিক্ষা নিশ্চিত করা

কর্মসূচীসমূহঃ

- রিক্সা র‌্যালী ক্যাম্পেইন
- উঠান বৈঠক
- আলোচনাসভা
- সাক্ষরতা দিবস উদযাপন

কর্মএলাকাঃ

ঠাকুরগাও সদর উপজেলার গড়েয়া ইউনিয়ন ও ঠাকুরগাঁও পৌরসভা।

প্রকল্প ব্যয় (২০১৭-১৮) ঃ

১২৫,০০০.০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)।

উপকারভোগী ঃ ১৫০০ পরিবার

রিক্সা র‌্যালী কর্মসূচীঃ

কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

০৭ জানুয়ারী ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে সকাল ১০ টায় ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে এই রিক্সা প্লেট ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত রিক্সা প্লেটে লাগানো ৫০ টি রিক্সাসহ রিক্সাচালকসহ মোট ১৫০ জন অংশগ্রহনকারী উপস্থিত ছিলেন। রিক্সা র‌্যালীটি উদ্বোধন করেন ঠাকুরগাঁও জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মূকেশ চন্দ্র বিশ্বাস। র‌্যালীটির অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন স্লে- াগান সম্বলিত গেঞ্জি, ফেস্টুন ও ক্যাপ পরে ব্যান্ডের তালে তালে অগ্রসর হতে থাকেন। র‌্যালীটি প্রায় দু'ঘন্টা যাবত ঠাকুরগাঁও কালেক্টরেট হতে বিভিন্ন বস্ড়ী এলাকাসহ ঠাকুরগাঁয়ের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়। র‌্যালী শেষে কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে শিক্ষা বিষয়ক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় এসকেএস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আম্বিয়াতুন জান্নাত, সিএম আইয়ুব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব প্রীতি গাঙ্গুলী, উপমা উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব ফারজানা আখতার সহ ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন।

অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা ও ধরণঃ

র‍্যালীটিতে মোট ১৫০ জন অংশগ্রহনকারী উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনগণ ছিলেন। নিম্নে ছকে ধরণ অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাগত তথ্য দেয়া হল-

ক্র: নং	অংশগ্রহণকারীর ধরণ	সংখ্যা
০১	সরকারি কর্মকর্তা	০৬ জন
০২	এনজিও প্রতিনিধি	২৫ জন
০৩	শিক্ষক	০৭ জন
০৪	ছাত্র-ছাত্রী	৪৫ জন
০৫	সাংবাদিক	০২ জন
০৬	রিকশা চালক	৫০ জন
০৭	অভিভাবক	১০ জন
০৮	অন্যান্য/ব্যান্ড পার্টি	০৫ জন
	মোটঃ	১৫০ জন

বিষয়ভিত্তিক উঠান বৈঠকঃ

সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) তিনটি গ্রামে মোট তিনটি উঠান বৈঠকের আয়োজন করে। পূর্বে তৈরীকৃত সিডিউল অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উঠান বৈঠকে এলাকার বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতি, সমস্যা, ঝড়ে পড়ার হার, ঝড়ে পড়ার কারণ, ঝরে পড়া রোধে করণীয় ও সুপারিশ, স্কুল সমাপন ইত্যাদি বিষয়ে বিষদ আলোচনা করা হয়।

নিম্নে সিডিউল অনুযায়ী সম্পন্নকৃত তিনটি উঠান বৈঠকের বিভিন্ন তথ্য দেখানো হল-

ক্র: নং	বিষয়	স্থান	তারিখ	ফেসিলিটেটর
০১	উঠান বৈঠক	খামার ভপলা, গড়েয়া, ঠাকুরগাঁও	১২/০১/২০১৮	জনাব নিভা রানী রায়, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)।
০২	উঠান বৈঠক	সারি আমতলা, গড়েয়া, ঠাকুরগাঁও	২৫/০১/২০১৮	মোঃ আব্দুল করিম, প্রোগ্রাম কো–অর্ডিনেটর, সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)।
০৩	উঠান বৈঠক	লস্করা টুপুলী, ঠাকুরগাঁও।	২৫/০১/২০১৮	মোঃ আব্দুল করিম, প্রোগ্রাম কো–অর্ডিনেটর, সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)।

সার্বিক সুপারিশসমূহঃ

- গ্রামে গ্রামে শিক্ষা সচেতনতা বিষয়ক উঠান বৈঠকের আয়োজন করা
- শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চালু করা
- নারী ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ড় আলোচনাসভার আয়োজন করা।
- বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করা
- গণ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা
- ঝরেপড়া শিশুদের অভিভাবকদের নিয়ে উঠান বৈঠকের ব্যবস্থা করা
- ইউনিয়ন পরিষদ এর মাধ্যমে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিওশো'র আয়োজন করা
- ঝরেপড়া শিশুদের জন্য নন-ফরমাল শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা

- শিক্ষা সংক্রান্ড় বিল বোর্ড স্থাপন করা

ক্যাম্পেইন কর্মসূচীর বিভিন্ন আলোকচিত্র

আইজিএ (সৃজনী) প্রকল্পঃ

এসকেএস ২০১০ সালের অক্টোবর মাস হতে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে এ প্রকল্প গ্রহন করেছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হল- দক্ষ জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এসকেএস এর ভিত্তিকে স্থায়িত্বশীল করা। এ প্রকল্পের আওতায় দুটি কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। যথা-

১. প্রশিক্ষণ কর্মসূচী
২. বাজারজাতকরন কর্মসূচী

এসকেএস ট্রেনিং সেন্টার এর আলোকচিত্র

এসকেএস সৃজনী প্রকল্পের বাজারজাতকরণ কর্মসূচীর আলোকচিত্র

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

এ কর্মসূচীতে এসকেএস ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রশিক্ষণ সেল রয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষক এসকেএস এর নিজস্ব উপকারভোগি এবং দেশের প্রত্যন্ড় অঞ্চলে বিভিন্ন দাতা ও স্থানীয় এনজিও তে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। ১২ সদস্য বিশিষ্ট এই প্রশিক্ষণ সেলের সকল প্রশিক্ষক উচ্চশিক্ষিত, দক্ষ এবং বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ। প্রশিক্ষণ সেলের নিজস্ব প্রনয়নে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় এসকেএস এর প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন ৫০ জনের আবাসিক সুবিধাসহ অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ সেন্টার রয়েছে। প্রশিক্ষণ সেন্টারে স্বল্প খরচে খাওয়া ও প্রশিক্ষন সেবা প্রদান করা হয়। এসকেএস এর ট্রেনিং সেন্টার এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সেবা পাবার জন্য

নির্বাহী পরিচালক বরাবরে অগ্রিম যোগাযোগ করতে হয়। ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ড় এই প্রশিক্ষণ সেল পাঁচ দিনের ১৫ ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছে। একনজরে ২০১৭-১৮ সনে এসকেএস ট্রেনিং সেল কর্তৃক পরিচালিত ট্রেনিং এর তথ্য নিম্নরুপ-

ক্র: নং	ট্রেডের নাম	ব্যাচের সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা (জন)		
			পুরুষ	নারী	মোট
০১	গর" মোটাতাজাকরন ও ছাগল পালন	০৫ টি	১৫০	২০০	৩৫০
০২	হাঁস-মুরগী পালন	০৩ টি	১২০	১৪০	২৬০
০৩	অর্গ্যানিক শাকসব্জী চাষ	০৭ টি	১৪০	২৩০	৩৭০
মোটঃ	**০৩ টি**	**১৫ টি**	**৪১০**	**৫৭০**	**৯৮০**

বাজারজাতকরন কর্মসূচী

এই কর্মসূচীর আওতায় অর্গ্যানিক শাকসব্জী উৎপাদন ও বিক্রয় এবং কিশোরীদের হাতের কারুশিল্প বিক্রয় কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এসকেএস কেন্দ্রিয় কার্যালয় সংলগ্ন একটি অর্গ্যানিক ভেজিটেবল মার্কেট করনার ও শোরুম স্থাপন করা হয়েছে। এই শো-র"ম থেকে কিশোরীদের তৈরী বিভিন্ন কাপড়ের উপর নক্সি কাজ ও ব- ক- বাটিক সম্বলিত কাপড় চোপড় বিক্রয় করা হয় এবং মার্কেট কর্নারে আলো প্রকল্পের উপকারভোগিদের উৎপাদিত পণ্য ও নিজস্ব অর্গ্যানিক খামারের উৎপাদিত কৃষি পন্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা অন্য কোন দাতা সংস্থার সহযোগিতা পেলে এসকেএস কর্তৃপক্ষের কার"শিল্প ও অর্গ্যানিক ফার্মিং প্রকল্প বৃহৎ পরিসরে সম্প্রসারণের ইচ্ছা রয়েছে।

বাজারজাতকরণ তথ্যঃ

ক্র: নং	উপকরণের নাম	পরিমাণ	বিক্রয়মূল্য	নীট লাভ
০১	অর্গ্যানিক শাকসব্জী	৬০০০ কেজি	৯০,০০০.০০	৩০,০০০.০০
০২	হাতের কাজের পোষাক	৭৫০ পিস	২,২৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০
০৩	কেঁচো সার	৫০০০ কেজি	৬০,০০০.০০	৩০,০০০.০০
		মোটঃ	৩,১৫,০০০.০০	১,৩৫,০০০.০০

প্রকল্পের নামঃ মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) Basic Literacy Project (BLP)

ঠাকুরগাঁও জেলার কর্মএলাকাঃ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ২১ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে জীবনদক্ষতা ভিত্তিক (Life skills) মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে " সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষমাত্রা অর্জনের প্রেক্ষাপটে প্রণীত " জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২" এবং "ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা" এর লক্ষমাত্রা অর্জনসহ দেশ থেকে নিরক্ষতা দূরীকরণে অবদান রাখা;
- জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি-২০০৬ এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ বাস্তবায়নে অবদান রাখা;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যূরো এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ এবং সরকার, এনজিও ও সামাজিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা এবং
- তিন পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন করা।

লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠিঃ

১৫-৪৫ বছর বয়সের ১৮০০০ জন নিরক্ষর নারী ও পুরুষ।

প্রকল্প কর্মএলাকা:

জেলার নাম	উপজেলা	ইউনিয়ন	কেন্দ্রের সংখ্যা
ঠাকুরগাঁও	সদর	২১ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা	৬০০ টি (৩০০ টি পুরুষ কেন্দ্র এবং ৩০০ টি নারী কেন্দ্র)

উল্লেখিত প্রকল্পের মাধ্যমে (২০১৭-১৮) অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচী ঃ

- ৩৮,০০০ শিক্ষার্থীর বেসলাইন জরিপ সম্পন্ন হয়েছে।
- ৬০০কেন্দ্র নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।
- ৩০০ জন পুরুষ শিক্ষক ও ৩০০ জন নারী শিক্ষক এবং ১৫ জন সুপারভাইজার নির্বাচন করা হয়েছে।
- ২২ টি ইউনিয়ন সাক্ষরতা কমিটি গঠিত হয়েছে।
- ৩০০ টি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়েছে।
- সুপারভাইজার ও শিক্ষকদের ০৫ দিনের ভিত্তি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

কর্মসূচীর মূল্যায়নঃ

গ্রামীন দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য এবং তাদের দারিদ্র বিমোচন, কুসংস্কার দূরীকরণ এবং সামাজিক প্রবঞ্চনার হাত থেকে রক্ষার প্রত্যয়ে এসকেএস তার যাত্রা শুরু করেছিল। দীর্ঘ দেড় যুগের পথ-পরিক্রমায় সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় এসকেএস বঞ্চিত মানুষের মুখে এক ফোটা হাসি ফুটানোর নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সকল কাজে আন্ড়রিকতা ছিল, ছিল সততা ও ভালবাসার স্পর্শ। আমাদের স্বপ্নগুলো এখনও পুরোপুরি বাস্ড় বায়িত করতে পারিনি, কিন্তু প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রতিনিয়ত এসকেএস এর কর্মসূচী ও কর্মএলাকার বিস্ড়ার ঘটছে এবং সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ। ইতোমধ্যে এসকেএস সংগঠিত কর্মএলাকার সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার ফলে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে যেমন- অনেক দরিদ্র মানুষ সৃষ্টি করেছে নিজস্ব মুলধন, অনেক দরিদ্র পরিবারের কিশোরীরা আজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে, উলে- খযোগ্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটেছে, দলের সিদ্ধান্ড় গ্রহনের দক্ষতা বেড়েছে। অংশগ্রহনকারীরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই দলীয়ভাবে সমাধান করছে, নিজেদের কর্মপরিকল্পনা নিজেরাই তৈরী করছে ও বাস্ড়বায়নে অগ্রনী ভূমিকা রাখছে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড ও নেতৃত্বদানে নারীদের ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কর্মএলাকায় বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন ও বহুবিবাহের মত সামাজিক সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। পুর"ষদের আয় বাড়ার সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রে নারীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে কিশোরী মেয়েদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন কমিটিতে দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সহ বিভিন্ন কমিটিতে এসকেএস এর দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহন উলে- খ করার মত পর্যায়ে পৌচেছে। এভাবে অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরষ, কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ক্রমশ:ই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আগামী পৃথিবী। আর আগামী দিনে দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়নই এসকেএস এর একমাত্র অঙ্গীকার।

যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ:

নির্বাহী পরিচালক
সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)
সালন্দর, ঠাকুরগাঁও।
ফোন-০৫৬১-৫২৬৪১, মোবাইল- ০১৭১৬৭৪৯৭২৬
ই-মেইল: skstkg08@gmail.com

----------সমাপ্ত----------